গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
www.dgt.gov.bd

স্মারক নং-০৫.০৩.০০০০.০০৫.২৯.০৩৭.২০-৩২৭ তারিখঃ ১৪/১০/২০২০ খ্রি.।

বিষয়: উত্তম চর্চা(best practices) বিষয়ক প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-০৫.০০.০০০০.১৮২.৯৯.০২২.১৮-৭৩৪, তারিখঃ ০৮ অক্টোবর ২০২০ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে, সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের উত্তম চর্চা (best practices) বিষয়ক প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত:
ক. স্থিরচিত্র ১০(দশ) টি;
খ. ডিভিডি ০১(এক) টি;
গ. প্রতিবেদন ০১(এক) ফর্দ।
ঘ. অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাসের শীট ১৭(সতের) ফর্দ।

১৪.১০.২০২০
(মো: মিজানুর রহমান)
পরিবহন কমিশনার(অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ৯৫৬৩৪২১
e-mail: poripool@gmail.com

সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃষ্টি আকর্ষণ: সিনিয়র সহকারী সচিব, শৃঙ্খলা-৩ শাখা)।

উত্তম চর্চাঃ **কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বাৎসরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্তিকরণ।**

একবিংশ শতাব্দির প্রযুক্তি নির্ভর প্রতিযোগিতার এই যুগে লক্ষ শহীদের রক্ত এবং অগণিত মানুষের ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের কোন ক্ষেত্রেই পিছিয়ে থাকার সুযোগ নেই। জাতীয় উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা একটি অমিত সম্ভাবনার দেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাঙ্গালি জাতির উজ্জ্বল ও গৌরবময় ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রত। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের গন্ডি পেরিয়ে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বিশ্বমঞ্চে স্বীকৃতি আদায়ের পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসরমান।

সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়াধীন একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠান সরকারের মাননীয় মন্ত্রী হতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের যানবাহন সংক্রান্ত সেবা দিয়ে থাকে। সরকারের প্রয়োজন অনুযায়ী গঠিত কমিশন ও রাষ্ট্রীয় ডেলিগেশনের জন্য যানবাহন বরাদ্দ ও চালক পদায়নের দায়িত্বও এই অধিদপ্তর পালন করে থাকে। তাই এই অধিদপ্তরকে বিপুল সংখ্যক গাড়ি ও উল্লেখযোগ্য পরিমান জ্বালানি সংরক্ষণ করতে হয়।

সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের ২য় তলা থেকে ৫ম তলা পর্যন্ত গাড়ি রাখার জন্য সংরক্ষিত গ্যারেজে ৫০০ এর অধিক গাড়ি রাখা হয়। গাড়ি ও বিভিন্ন প্রকার জ্বালানী নিরাপদে রাখার জন্য ভবনের বিভিন্ন তলায় ৩-৫ কেজি পরিমাণের ABCE ও $CO_2$ বিশিষ্ট অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রক্ষিত আছে। ইতোমধ্যেই কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বাৎসরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে অগ্নি দুর্ঘটনা একটি মনুষ্যসৃষ্ট জাতীয় দূর্যোগ। এই অগ্নি দুর্ঘটনার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। যাতে করে কর্মকর্তা/কর্মচারী সবাই এ বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ এবং সচেতনতা অবলম্বন করতে পারে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা অগ্নি দুর্ঘটনা ও তার প্রতিকার যেমন-অগ্নি কি, অগ্নি কান্ডের কারণসমূহ, অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা, বহনযোগ্য ফায়ার এক্সিটিংগুইশার এর পরিচিতি, গঠন ও ব্যবহার পদ্ধতি, যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করছেন। অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত হলে জীবন ও সম্পদ রক্ষায় তাৎক্ষণিক কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে সে বিষয়েও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফায়ার এক্সিটিংগুইশার এর অপারেটিং সিস্টেম PASS (Pull the pin, Aim at the base of the fire, Squeeze the lever, Sweep from the side to side) সম্পর্কে অর্থাৎ কিভাবে সেফটি পিনটি খুলে ফেলতে হবে, নজেলটি আগুনের উৎস স্থলে তাক করতে হবে, অপারেটিং লিভারে চাপ দিতে হবে এবং সুইপ করে আগুন নিভাতে হবে, এ সকল বিষয়ে ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিকভাবে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ জানতে সক্ষম হয়েছেন।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায়শই অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটছে। অগ্নিকান্ডের অন্যতম কারণ হলো এ বিষয়ে অজ্ঞতা, অসচেতনতা ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি/প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার অভাব। সুতরাং সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক ৫০ ঘন্টা ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অগ্নিকান্ডের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাস অন্তর্ভুক্ত করায় তারা কর্মস্থলসহ বাড়িঘরে কোথাও আগুনের সূত্রপাত হলে আতংকিত বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হয়ে প্রাথমিক নিবারণ/প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে এবং এতে কিছুটা হলেও মৃত্যুর ঝুঁকিসহ ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পাবে।

১৪.১০.২০২০

(মোঃ মিজানুর রহামন)
পরিবহন কমিশনার(অতিরিক্ত সচিব)